Amendments to Immoral Traffic Act coming

It's an organised crime, multi-million dollar business: Minister

Special Correspondent

- **Research correlated HIV/AIDS and trafficking and other sexually transmitted diseases.**
- **Victims led miserable lives, devoid of dignity and self-esteem.**
- **Concerted efforts of State, Centre and society needed.**

NEW DELHI: Expressing its concern over trafficking in women, girls and children, the Government on Wednesday said it proposed to amend the Immoral Traffick (Prevention) Act to make the law more effective.

Responding to a calling attention motion moved by Minati Sen (Communist Party of India-Marxist) in the Lok Sabha, Minister of State for Human Resource Development Kanti Singh said the Ministry would take the amendments to the Cabinet for approval.

Ms. Sen said the increasing incidence of trafficking threatened the social fabric of the country. Girls under 18 were being lured from Nepal, West Bengal, Assam and others parts on the promise of jobs and pushed into prostitution.

Terming the problem sensitive and serious, Ms. Kanti Singh said commercial exploitation of the vulnerability of women and children had become an organised crime and multimillion dollar business.

Research showed a correlation between HIV/AIDS and trafficking and other sexually transmitted diseases.

The problem was compounded by the increase in the number of children orphaned by the pandemic. Society discriminated against such children and their rights were often violated. This also led to the family system breaking down.

The Minister said women and children who were trafficked in not only faced health hazards but were also denied educational opportunities. They led a miserable life, devoid of dignity and self-esteem.

Reasons

Trafficking occurred for a number of reasons. One the "demand side" it was due to increasing tourism and industrialisation, rural-urban migration, expanding demand for commercial sex workers promoted by organised criminal networks, a demand for exploitation for cheap labour and the male dominated value system.

On the "supply side," the primary reason was poverty. The other causes were erosion of the traditional family system and values, gender disparity and feminisation of poverty.

The Ministry undertook a number of steps including a National Plan of Action on Combating Trafficking in Women and Children for commercial sexual exploitation, and constituted a central advisory committee to monitor the implementation.

Bid to raise awareness

The Department was also trying to raise awareness in society and implementing the Kishori Shakti Yojna, Swa Shakti, Swayamsidha and Swalamban for the economic empowerment of women.

A combined effort with the Home Ministry, the State Governments and civil society was needed to tackle the problem, the Minister said.

Speaker Somnath Chatterjee said it was the duty of all to work for ending this problem and see that the country's name was not tarnished and its women were protected.

Sore throat lets down Shivraj Patil

Special Correspondent

NEW DELHI: All business relating to the Home Ministry was postponed in the Rajya Sabha on Wednesday as the Union Home Minister had virtually lost his voice due to a sore throat.

It happened during the question hour when Mr. Patil attempted to reply a question raised by BJP member Sushma Swaraj on whether the government proposed to formulate any joint policy with Nepal to combat Maoists after the Jehanabad jail attack.

"I sympathise with the Home Minister for his bad throat. If he wants the question can be postponed to next Wednesday," Ms. Swaraj said. "No point sympathising. You must show sympathy," Chairman Bhairon Singh Shekhawat said amidst laughter.

After Mr. Patil agreed, it was then decided to postpone all business relating to the Home Ministry. This included a question on rape of minor girls and a Calling Attention discussion to matter of public importance regarding the "grave situation arising out of the prolonged violence prevailing in tribal dominated areas in Assam resulting in loss of human life and properties."

মেয়ে পাচার বাড়ছে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কেন্দ্রের দ্বারস্থ রাজ্য

পার্থসারথি সেনগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

২৭ অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ-সহ হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে মেয়ে পাচারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন রাজ্যে পাচার হওয়া মেয়েদের সঠিক সংখ্যা জানতে রাজ্য প্রশাসন নিজেরা যেমন সচেষ্ট, তেমনই অন্যান্য রাজ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে এই মেয়েদের সাম্প্রতিক খতিয়ানও চেয়েছে রাজ্য। কোনও ছুৎমার্গ না রেখে এই কাজে সহায়তা চেয়ে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারও শরণাপন্ন হয়েছে রাজ্য। পাচার হওয়া এই মেয়েদের অনেককেই চাকরির লোভ দেখিয়ে দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় এনে শেষ পর্যন্ত দেহ ব্যবসায় নামতে বাধ্য করছে কয়েকটি দুষ্টচক্র। অনেকেই দুষ্কৃতীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে ঘরে ফিরেছে, এমন কয়েকটি ঘটনাও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও প্রশাসনের নজরে এসেছে।

কালই নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে নাবালক-নাবালিকাদের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যগুলির শিশু ও নারীকল্যাণ সচিব ও অর্থসচিবদের একটি বৈঠক ডেকেছিল। পশ্চিমবঙ্গের তরফে শিশুকল্যাণ সচিব এস এন এস হক এই বৈঠকে যোগ দেন। সেখানে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকের পর হক স্বীকার করেন, অন্য রাজ্যের তুলনায় কিছুটা কম হলেও পশ্চিমবঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্ক যৌনকর্মীর সংখ্যা বাড়ছে। সংখ্যাটা এখনও মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর চেয়ে কম ঠিকই, তবে চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়।

হক বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে মোট যৌনকর্মীর ৪০ শতাংশই নাবালক-নাবালিকা। তাদের মধ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের অনুপাত ২৫ শতাংশ। ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের অনুপাত ১৫ শতাংশ। সম্প্রতি এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমীক্ষায় দেখেছি কলকাতায় যৌনকর্মীর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। তার মধ্যে ৬ হাজার যৌনকর্মীই অপ্রাপ্তবয়স্ক।" সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ অল্পবয়সীদের পাচারের এক অন্যতম করিডরেও পর্যবসিত হয়েছে। হকের কথায়, "নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে অনেককে এনে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে রাখা হয়। পরে পাঠানো হয় বিভিন্ন রাজ্যে। রাজ্যে নাবালক যৌনকর্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য এটাও দায়ী।" দারিদ্রও অবশ্য এর অন্যতম কারণ।

এর পাশাপাশি বিশ্বায়নকেও দায়ী করেছেন হক। তাঁর মতে, গ্রাম-মফস্বলের হতদরিদ্র পরিবারেও অভিভাবকেরা এখন চান তাঁদের যা হয় হোক, ছেলেমেয়েরা শহরের জীবনের আস্বাদ পাক। ফলে, দালালেরা যখন দরিদ্র বাবা-মায়ের সামনে শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আঁকছে, লোভ সামলাতে পারেন না অনেকেই। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তঘেঁষা এলাকা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা।

পুলিশ-প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি জেলার মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপরেও জোর দিচ্ছে রাজ্য। জুভেনাইল হোম-সহ রাজ্যে চিরাচরিত হোমগুলির সংখ্যা প্রায় ১১৭। পাশাপাশি, নারী ও নাবালিকা যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য আরও পাঁচটি বিশেষ হোম 'স্বধারা' তৈরির জন্য কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। আপাতত পাঁচটি 'স্বধারা' রয়েছে রাজ্যে। রাজ্য চায় প্রতিটি জেলাতেই একটি করে 'স্বধারা' তৈরি হোক। এগুলি তৈরি ও পরিচালনার ব্যয়ভার কেন্দ্রই বহন করে।

দত্তকের নামে শিশু পাচার রোখার রায়

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর: সমাজসেবার মুখোশের আড়ালে বিদেশে শিশু পাচার রুখতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। একটি মামলায় অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের এক রায়কে বহাল রেখে সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, বিদেশি নাগরিকেরা ভারতীয় শিশুদের দত্তক নিতে পারবেন না। অন্ধ্রের একটি বিতর্কিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে একটি পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে বিদেশে দত্তক কন্যা হিসেবে পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল হাইকোর্ট। সেই রায়কেই বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ পাসায়াত এবং ও অরুণ কুমার জানিয়েছেন, এই ধরনের সংস্থার আড়ালে যে বিদেশে শিশু পাচার হচ্ছে না, সেটা দেখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যেরই। প্রয়োজনে এই ধরনের সংস্থাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতাও যাচাই করতে হবে। — পি টি আই

THE HINDUSTAN TIMES

Girl trafficking: Study blames lack of political will

ROMITA Datta
Kolkata, October 14

LACK OF political will, a lack adaisical administration and lax enforcement of law are some of the major reasons behind West Bengal making it to the fourth place in girl trafficking in the country after Andhra Pradesh, Mumbai and Karnataka.

A survey conducted by the North Bengal University (NBU) has claimed that an apathetic political system and an equally indifferent administration are allowing girl trafficking to acquire an alarming proportion in the country. This was the first survey to have happened after the state government realised the price it had to pay for remaining nonchalant so long.

Recently, the National Women's Commission had also expressed concern over girl trafficking in Bengal. Incidentally, the state had no data before to pinpoint the where and how of trafficking, the causes and the effects, the route and the steps taken so far.

The survey has pointed out that indifference and weak local monitoring are allowing an easy-goby to the traffickers. It has established this fact with the poor record of flesh trade cases at local police stations.

According to the survey, the six districts in North Bengal are 'highly vulnerable' and serve as both the 'source' and 'transit corridor' for internal and international trafficking. The police records, however, show that in 2004, Jalpaiguri (the most vulnerable of the six) registered only six cases under the Immoral Traffic (Prevention) Act. North Dinajpur recorded 3, South Dinajpur seven and Malda five.

While weak local monitoring has been identified for cases going unattended, the reluctance on the part of the family to seek legal redress for fear of ostracism is also responsible for the majority of cases remaining under wraps.

The survey for the first time has revealed the main trafficking route in the state: Assam-Dooars-Siliguri, Cooch Behar-Siliguri and Nepal-Siliguri in the north corridor and Siliguri to Kishangunj, Raigunj and from Malda to Harishchandrapur in the south corridor.

Trafficking is rampant in Jalpaiguri, Cooch Behar, South Dinajpur and Malda. The soft target for traffickers is the SC population, especially the Rajbonshis. The caste primarily comprises artisans, who are poor and are easy bait. The ST population in the tea-growing Dooars and Terai regions is also gullible. The Scheduled Tribes of South Dinajpur are also easy prey, as the tribals are either marginal farmers or landless workers.

Along with the areas of concentration of trafficking, the survey has laid bare the socio-economic causes behind the menace. The main reasons being poverty and unemployment vis a vis lucrative employment opportunities from traffickers. Since there is a huge demand for young girls from the growing sex industry in India, lack of education, job opportunities, escape from dowry and gender violence, parental neglect, peer pressure give them just the right escape route to fall into the trap of touts.

However, the flesh trade is also on the rise because the legal system is weak, penal sentence against trafficking is light, justice is delayed and, above all, the enforcers of law choose to turn both blind and deaf, the survey says.

DANGER ZONE

- Legislation to ensure anti-trafficking provisions and rehabilitation of victims
- Coordination of anti-trafficking programme with the police, government
- Constitution of a State Women's Commission unit in North Bengal
- Enforcement of compulsory marriage registration regulations
- Severe penal action against perpetrators
- Bar on misuse of PCOs by trafficking networks
- Registration of labour contractors, agents and employers at police stations
- Prompt police surveillance and investigation of trafficking

UN flesh trade alert at Darjeeling meet

HT Correspondent
Darjeeling, September 14

THE SOUTH Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) should be activated to curb cross border trafficking in women and children, concluded participants at a seminar on the abuse that is presently rampant in the eastern Himalayas.

The two-day meet was organised by the Diocese of Eastern Himalaya and the Church of North India in collaboration with Unifem and the United Nations Development Fund for Women.

Some of the startling facts emerging out of the seminar were that at least 25,000 children were engaged in prostitution in Indian metros; around 5,00,000 girls below 18 years were victims of trafficking; the number of Nepalese girls and women engaged commercial sex in Kolkata exceeded 27,000, in Delhi the number was more than 21,000, in Gorakhpur it was 4,700 and in Benares, 3,480.

It also emerged that India was at once a source, transit and destination country for trafficked persons and that the trafficking of girls from Nepal into India for the purpose of prostitution was probably the busiest "slave traffic" of its kind anywhere in the world.

"A policy change on the regional level is required with action forums concentrating on three key areas: care of survivors, legal changes and safe migration," said Dana D. Fischer, director of social development at USAID.

Nandita Baruah, regional anti-trafficking and equity advisor, USAID, said better sharing of data among NGOs working in different parts of the country and neighbouring countries was needed to facilitate speedy action.

Archana Tamang, South Asia programme coordinator, Unifem, felt that the breakdown of traditional industries, lack of alternative job prospects and innocence coupled with the attraction of city life had resulted in trafficking assuming alarming proportions. She said demand factors had to be probed also to effectively curb trafficking.

পুণের নিষিদ্ধ পল্লিতে উদ্ধার ৯ বাঙালি মেয়ে

স্টাফ রিপোর্টার: তিনটি কিশোরীর ছবি নিয়ে কলকাতা থেকে পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবীরা গিয়েছিলেন পুণেতে। আর পশ্চিমাঞ্চলের ওই শহরের নিষিদ্ধ পল্লিতে গিয়ে পাওয়া গেল ন'টি কিশোরীকে। কলকাতার আড়কাঠিরা তাদের বিক্রি করে দিয়েছিল পুণের বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লিতে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পুণের নিষিদ্ধ পল্লিগুলিতে যৌথ ভাবে তল্লাশি চালায় মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং কলকাতা থেকে যাওয়া রাজ্য পুলিশের একটি দল। বিক্রি হয়ে যাওয়া তিন কিশোরীর অভিভাবক এবং কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন তাদের সঙ্গে। যে-তিন জনের জন্য দলটি পুণে গিয়েছিল, তাদের সবাইকেই পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি উৎপল রায়।

এ দিন যাদের উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিধানসভা কেন্দ্রের বাঘা যতীন থেকে পাচার হওয়া দুই কিশোরীও। ওই দু'জন লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত। কিশোরী পাচারের ঘটনায় দুই আড়কাঠির নাম-ঠিকানাও পেয়েছে পুলিশ। তাদের মধ্যে এক জনের ঠান্ডা পানীয়ের দোকান আছে বারুইপুর স্টেশনের কাছে।

বাঘা যতীন স্টেশনের কাছে আছে অন্য জনের দোকান। যে-ন'জনকে এ দিন উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্তত পাঁচ জনকে পাচারের ঘটনায় ওই দুই যুবকের হাত আছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

যে-ন'টি কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে যাদবপুর বিধানসভা এলাকার দু'জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা, বাসন্তী, মহেশতলা, বারুইপুর এলাকার চার জন। বাকি তিন জনের বাড়ি হাওড়ার উলুবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙা এবং নদিয়ার চাপড়ায়। যাদবপুরের দুই কিশোরী এক দিনে একই সময়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল।

পুণে থেকে রাজ্য পুলিশের এক প্রতিনিধি এ দিন জানিয়েছেন, শুক্রবার-পেট থানার অফিসারদের নিয়ে ওই অভিযানে প্রথমেই তল্লাশি চালানো হয় বুধবার-পেট এলাকার নিষিদ্ধ পল্লিগুলিতে।

সেখানে প্রথমেই পাওয়া যায় বাঘা যতীনের এক কিশোরীকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে পুলিশ গৌরী নামে ওই নিষিদ্ধ পল্লির মালকিনকে আটক করে। গৌরীকে নিয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই কিশোরীর সঙ্গিনীকে খুঁজে পায়। পাওয়া যায় গোসাবা থেকে নিখোঁজ হওয়া কিশোরীটিকেও।

মেয়ে ফিরে পেয়ে বাঘা যতীনের কিশোরীর পরিচারিকা মা কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, "কী ভাবে আমার মেয়ে যাদবপুর থেকে ওই এলাকায় গেল, ও তা পুলিশকে জানিয়েছে। আশা করি, পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আমার মতো কোনও মাকে আর যাতে এই ভাবে হেনস্থা হতে না-হয়, তা দেখবে।"

Sympathy law for sex worker

MONOBINA GUPTA

New Delhi, June 8: Admitting that the Immoral Traffic (Prevention) Act is being used more against sex workers than traffickers, the Centre is planning to drop the provision that punishes women for "soliciting", "loitering" and "offending public decency".

The department of women and child development has come up with this and other changes to the law aimed at providing relief to the victims while tightening the noose around the pimps.

The changes are set to be cleared at the next meeting of the cabinet.

"More and more women are being booked under the anti-trafficking act whereas very few traffickers are brought within its ambit. This is resulting in revictimisation of victims," says the department.

But there is discord among the states on the proposal to scrap punishment for women found "soliciting" clients.

Most of the states are supporting the move, but Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Delhi are opposing it on the ground that this will encourage sex trade.

FOCUS SHIFTS

Amendments proposed

- **No penalty for soliciting**
- **No forcible eviction**
- **Child label till 18 years, up from 16**
- **Longer jail term for brothel keepers**
- **Traffickers' property to be seized**
- **Protection for NGOs**

The amendments propose more stringent punishment. A first-time offender will be imprisoned for not less than three years — the same as now — and will have to pay a fine of up to Rs 10,000, up from the current Rs 2,000.

Second- and third-time offenders can be imprisoned for seven years and the fine can go up to Rs 2 lakh. At present, the maximum sentence is five years and the maximum fine Rs 10,000.

The amendments come after the government admitted to failure in checking trafficking of women and children.

10 JUN 2005 THE TELEGRAPH

Human trafficking slur on India, Pak gets away

S. Rajagopalan
Washington, June 4

FOR THE second year in a row, the United States has put India on its watchlist for human trafficking on the grounds that it has not done enough to deal with the problem.

The State Department's annual "Trafficking in Persons" report, talks of India's "*inability to* show evidence of increased efforts to address trafficking in persons". In particular, *it* points to "lack of progress in forming a national law enforcement response to inter-state and transnational human trafficking crimes". The upshot of this assessment is that India, along with 26 other countries, figures on the department's "Tier 2 Watch List". Countries on this list will be subject to an interim assessment before the next report.

Any slip to Tier 3 can prompt the US to withhold non-humanitarian *and non*-trade related assistance.

Four allies of the US-Saudi Arabia, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates—are among 14 countries placed on the Tier 3 in the report, released by Secretary of State Condoleezza Rice on Friday.

In contrast to India, Pakistan has been taken off the watchlist following its "improved anti-trafficking performance over the reporting period".

The report says that while Pakistan is yet to fully comply with the minimum standards for eliminating trafficking, it is "making significant efforts to do so".

India, according to the report, is "a source, transit and destination country for women, men and children trafficked for the purposes of sexual and labour exploitation".

The report, *therefore*, paints a sad picture of the world's largest democracy and a fledgling economic superpower and a country that the US sees as a strategic partner in Asia.

While acknowledging that the UPA government, led by Prime Minister Manmohan Singh, has made efforts to consolidate and coordinate the Centre's efforts, the report observes that the overall response is "seriously insufficient" in relation to the magnitude of the trafficking problem in India.

The report speaks of an immediate need to designate and empower a national law enforcement entity that will carry out investigations and law enforcement operations against rampant trafficking crimes with nationwide jurisdiction in all countries of the world.

That, it observes, will ensure that human trafficking meets its end in civilisation.

NGO walks off with the honours

AN INDIAN NGO has come in for praise by the US government for producing a report on human trafficking.

Senior US advisor on trafficking in persons, John. R. Miller, praised some NGOs, including India's *Shakti Vahini*. "*Shakti Vahini* produces an informative *India Trafficking in Persons Report* that rates anti-slavery efforts in Indian states," he said.

Agencies

5/6/05

JUN 2005
THE HINDUSTAN TIMES

Bangla sex workers reach West Asia via India

Statesman News Service

SILIGURI, May 18. — Sex workers from Bangladesh with an eye on the West Asian countries are using India as a conduit.

"Women trafficking is rampant in Bangladesh. While a good percentage of Bangladeshi sex workers are active in the border areas, a large number of them are being sent to the West Asian countries through India," the BSF's DIG, principal staff officer, additional director general (East) Mr SK Mitra said here today.

According to the official, no systematic study has so far been undertaken to assess the magnitude of cross border trafficking of women from Bangladesh to India. "But the BSF has started to create a data base of such elements along with the age profile of the women," he added.

The BSF, which is the first paramilitary organisation in the country to launch an enhanced awareness of HIV/AIDS prevention programme Project *Prahari*, which is a UNDP project, held an awareness camp of its instructors here in collaboration with the West Bengal State Aids Programme, today.

Pointing out that India shares 4097.5 km with Bangladesh and almost all BSF jawans serve a good part of their tenure at the Bangla border, the DIG cautioned that almost all sex workers from Bangladesh are HIV carriers, which makes it all the more necessary for BSF jawans to practise safe sex.

Citing the condition at a border outpost at Chengrabandha in North Bengal, the official said: "Of the 35 sex workers, all of who are Bangladeshis at that place, 65 percent are HIV carriers."

Also by his calculations, there are 30,000 sex workers from Bangladesh and 40,000 sex workers from Nepal active in Kolkata. "Many may have been forced into this trade and are subjected to violent treatment," he said.

"Under the circumstances, it is imperative for the BSF posted at the border to challenge the identity of these women.

For besides being sex workers, it could also be that anti-India forces are sending them deliberately for subversive activities in this country," Mr Mitra said.

It was learnt that the BSF has started preparing documentaries on the lives of the jawans at the border. "Filming of such a documentary is under way at the Haridaspur international check post at North 24 Parganas," the DIG said.

19 MAY 2005 THE STATESMAN

ANANDABAZAR PATRIKA 27 MAR 2005

নারী পাচার হচ্ছে, কবুল করলেন ফুলিয়ার সিপিএম পঞ্চায়েত প্রধান

সৌমিত্র সিকদার ● রানাঘাট

নদিয়ার ফুলিয়া থেকে নারী পাচার হয় বলে স্বীকার করে নিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রধান। মেয়েকে মা-ই পাচারকারীদের হাতে তুলে দিয়েছেন এমন অভিযোগ ওঠায় এখন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ফুলিয়া উপনগরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৃণাল বিশ্বাস বলেন, "এখানকার কিছু মহিলা মেয়ে পাচারের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরগ দরিদ্র পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়েদের কাজের টোপ দেয়। এরা এমন ভাবে কাজ করে, যাতে কেউ কিছু টের না-পায়।" এই ধরনের ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও প্রশাসন কেন যথেষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমরা প্রশাসনকে যেমন সজাগ থাকতে বলেছি, তেমনই এলাকার বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকতে হবে।" তাঁর কথায়, "এ রকম কিছু হলে এলাকার মানুষ যদি আমাদের জানায়, তা হলে আমরাও ব্যবস্থা নেব।"

নিজের মেয়েকে পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে দীপালি বসাক নামে এক মহিলাকে অবশ্য গ্রামবাসীরাই মঙ্গলবার পুলিশের হাতে তুলে দেন। দীপালি একা নন, তাঁর সঙ্গেই ধৃত কল্পনা দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনিও তাঁর দশ বছরের মেয়ে সন্ধ্যাকে বিক্রি করেছেন। পাচার করেছেন ননদ সুক্তার বারো বছরের মেয়ে শেফালিকেও। শিবরাত্রির দিন তিন কিশোরীকে পাচার করা হয়। মেয়ে বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দীপালির বেয়ান আশা বড়ালকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

দরিদ্র এই এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, একের পর এক মেয়ে পাচারের অভিযোগ উঠলেও পুলিশের হেলদোল নেই। সেই অভিযোগ অস্বীকার করে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বরূপ ঘোষ অবশ্য বলেছেন, "থানায় অভিযোগ জানালে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, এ কথা ঠিক নয়। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।" রানাঘাট থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি পায়রাডাঙার কিশোরীকে বিহারের সিওয়ান জেলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু দেড় মাস হতে চলল খোঁজ নেই ফুলিয়া রায়পাড়ার রীনা কাঞ্জিলালের। অষ্টাদশী রীনা থাকতেন মাসি মালা চক্রবর্তীর বাড়িতে। মালা বলেন, "আমি রান্নার ঠাকুরকে সাহায্যের কাজ করি। আমাদের অবস্থা দেখে গ্রামেরই এক মহিলা রীনাকে এক অবাঙালি বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু আমি তাতে রাজি হইনি। ওই মহিলা সুযোগ পেলেই রীনার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলত। তার পরে একদিন বাড়ি ফিরে শুনতে পাই, রীনা শুধু পরনের শাড়িটা নিয়ে চলে গিয়েছে। অনেক খুঁজেও কোথাও পাইনি।"

মালার অভিযোগ, "রীনাকে ওরা বিক্রি করে দিয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি শান্তিপুর থানায় আমরা নিখোঁজ ডায়েরি করি। কিন্তু পুলিশ এই ব্যাপারে কিছুই করেনি। এমনকী, একবারের জন্যও তারা এখানে তদন্তে আসেনি।"

স্থানীয় বাসিন্দারাও বিশ্বাস করেন, রীনাকে বিক্রি করা হয়েছে। রীতা সরকার বলেন, "যে মহিলা রীনার সম্বন্ধ এনেছিলেন, তাঁকে সকলে মিলে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।" রীতা ওই মহিলার ছেলের গৃহশিক্ষিকা ছিলেন। কল্পনাকেও তাড়াতে চান পাড়ার লোক। দাসপাড়ার বিভাস দে বলেন, "পুলিশ ছাড়লেও ওকে এলাকায় ঢুকতে দেব না।" স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ চক্রবর্তীর বক্তব্য, "আমরা সকলে মিলে সভাও করব।"

দাসপাড়ার বেশির ভাগ বাসিন্দারই পেশা জুতো সেলাই, ঢাক-ঢোল তৈরি বা বাজানো বা দিনমজুরি। কয়েকটি পরিবারে পড়াশোনারও চল প্রায় নেই। মৃণালবাবু বলেন, "এখানে স্কুলছুট বেশ কয়েকজনকে আবার স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু তারা ফের স্কুল ছেড়ে দিয়েছে।" কল্পনার কন্যা ও ননদের মেয়ে এবং দীপালির মেয়েও প্রাথমিকের গণ্ডী পেরোনোর পরেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। দাসপাড়ারই বাসিন্দা কল্পনার মূক ও বধির স্বামী ফুলিয়া স্টেশনে জুতো সেলাইয়ের কাজ করেন। সুক্তার স্বামীও মূক ও বধির। তবে তিনি এখন আর স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন না। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে হতদরিদ্র পরিবারের মেয়েদেরই পাচার করা হচ্ছে, এমন নয়। দীপালির স্বামী ও এক ছেলে ভ্যান রিকশা চালান। তিনি নিজেও আয়ার কাজ করতেন। মৃণালবাবুর বক্তব্য, "বেশি টাকা আয় করার প্রবণতা ও শিক্ষার অভাবের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে।" কিন্তু একের পর এক এই ঘটনা ঘটতে থাকায় মানুষ উদ্বিগ্ন। পরেশনাথপুর দাসপাড়ার বাসিন্দা অশোক দাস বলেন, "আমার মেয়েকেও বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। আমরা সকলেই এখন ভয়ে ভয়ে থাকি।"

নারী-শিশু পাচার নিয়ে মার্কিন তোপ

সীমা সিরোহি ● ওয়াশিংটন

২৬ মার্চ: নারী ও শিশু পাচার রোধে ব্যর্থ এই অভিযোগে ভারতের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে বুশ প্রশাসন। সেই সব ব্যবস্থার একটা হল, ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতে যে যোগ্যতা মান রয়েছে, তার অবনমন ঘটানো। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাছে ঋণ চেয়ে ভারত যে সব প্রস্তাব পেশ করেছে তার বিরুদ্ধে ভোট দেবে আমেরিকা। শুধু আমেরিকার ভোটে ভারতের ঋণ পাওয়া আটকাবে না ঠিকই, কিন্তু যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়বে নয়াদিল্লি।

নারী ও শিশু পাচারের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের দুর্নামই বেশি রটেছে মার্কিন মুলুকে। ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ এ মহারাষ্ট্রের কথা বলা হলেও প্রতিবেশী দেশ থেকে কিশোরীদের এনে দেহ ব্যবসায় নামানোর ঘটনা কলকাতাতেই বেশি ঘটছে বলে বুশ প্রশাসনের সন্দেহ। তারা চায় দ্রুত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করে রাজ্য সরকার এই সমস্যা মোকাবিলায় সদিচ্ছা দেখাক। জুন মাসে সাহায্যদানকারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে বুশ প্রশাসনের কর্তাদের বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগে রাজ্য সরকার উদ্যোগী না-হলে ভারতের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার সুপারিশ করতে পারে আমেরিকা।

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মালফোর্ড সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের সঙ্গে দেখা করে আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর পরেই ২৮ তারিখ নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের কর্তাদের সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠকে বসছেন পাটিল। তবে গোটা বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। তাই এ বিষয়ে কিছু করতে হলে রাজ্যগুলিকেই উদ্যোগী হতে হবে। তবে নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্তে আরও বেশি সেনা মোতায়েন করার কথা ভাবছে কেন্দ্র।

নারী-শিশু পাচার বন্ধ ও পাচারকারীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে অনীহার উদাহরণ হিসাবে আমেরিকার তরফে বলা হচ্ছে, গত বছর চেন্নাইয়ে নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত ৯১টি মামলায় অভিযুক্তেরা শাস্তি পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা মাত্র ১৫। আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ধারণা, কলকাতার যৌনকর্মীদের সংগঠনই পুলিশি তল্লাশি ও পাচারকারীদের শাস্তির ব্যাপারে বাগড়া দিচ্ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ভারতের ঋণ পাওয়া আটকানোর চেষ্টা করলেও সেটা শেষমেশ হয়তো পেরে উঠবে না বুশ প্রশাসন। বিশ্ব ব্যাঙ্ক সূত্রের খবর, আমেরিকার হাতে রয়েছে ১৫ শতাংশ ভোট। সুতরাং সব ইউরোপীয় দেশ আমেরিকার সঙ্গে হাত না-মেলালে ঋণ পাওয়া আটকাবে না। কিন্তু দিল্লির এতে নিশ্চিন্ত থাকার কোনও কারণ নেই। আন্তর্জাতিক ঋণদান সংস্থাগুলি বিশ্বের সব দেশকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে। ভারত রয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। আমেরিকার চাপে যদি তাকে তৃতীয়, অর্থাৎ সর্বনিম্ন শ্রেণিতে নামানো হয় তা হলে সেটা ভারতের মতো বৃহৎ গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই অপমানজনক হবে। কারণ তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছে উত্তর কোরিয়া বা মায়ানমারের মতো রাষ্ট্রগুলি।

Calcutta link in US threat

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, March 24: The US has threatened economic sanctions if India does not urgently address the problem of girl trafficking, naming Calcutta and Mumbai as the cities with the worst record in combating the crime.

US ambassador David Mulford met home minister Shivraj Patil a few days ago to discuss trafficking of women and children in India because it figured in a category of countries as stipulated by a US law.

The US Victims of Trafficking and Violence Protection Act classifies countries in Tiers I to III on the basis of their track record in combating such crimes.

India is in Tier II, the watchlist. But it is likely to slip to Tier III, the worst-offender category that faces US sanctions, unless it notches up an impressive number of convictions against traffickers.

Mumbai, says the US, has managed only 11 convictions and Calcutta 15; Chennai at 91 and New Delhi have a better record.

Washington will otherwise be forced to vote against loans to India from international financial institutions such as the World Bank, the IMF and the ADB. The US may also suspend bilateral assistance to India.

The US embassy here has already sent its annual report to Washington on last year's trafficking conditions in India. A decision is likely in June.

Unhappy with the US threat, India has said that "politicising" the issue will not help improve anti-trafficking measures.

"India cooperates with a number of countries and international agencies on transnational criminal issues, including terrorism and illegal narcotics trade. This has been the case with the US as well," foreign ministry spokesperson Navtej Sarna said.

"Trafficking in persons was added to the ongoing dialogue between the two countries a year ago," he added.

Sarna emphasised it would also not be "accurate" to say trafficking was being considered seriously only after Mulford's meeting with the home minister.

"Trafficking in persons is an issue that is of priority concern to us. The department of women and child development provides policy leadership on this subject and a central advisory committee addresses related issues," he said.

"To interpret our efforts to combat trafficking as responding to the pressures of a foreign government does not do justice to our own organisations concerned."

Sarna, however, said that India, as part of its larger cooperation with the US, was considering related training programmes and workshops.

THE TELEGRAPH 25 MAR 2005

US heat forces crackdown on human trade

Rajnish Sharma
New Delhi, March 23

INDIA WILL finally crack down against trafficking of women and children, prodded by the threat of US-imposed economic sanctions from June. The home ministry is working on a series of measures against the trade and will inform the US about these.

The US feels India is not doing enough, home ministry sources admitted. If this continues, ambassador David Mulford has told home minister Shivraj Patil, India's position could be downgraded under the US Victims of Trafficking and Violence Act.

This would lead to various agencies like the World Bank, International Monetary Fund and Asian Development Bank denying funds to India. Mulford also felt that the Government must ensure "strict compliance of law", ministry sources said.

Officials of the home ministry and the Department of Women and Child Welfare will meet on Monday to discuss plans. States where traffickers thrive, including West Bengal, will be given instructions on how to curb them. Governments will be asked to launch special drives from the four metros, including Kolkata, which are viewed as "big markets".

The home ministry will write to all states to crack down heavily on traffickers. It has already identified the problem states — West Bengal, Orissa, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan and Maharashtra.

"States where the problem is acute will be asked to rope in voluntary agencies to launch programmes for rehabilitation for trafficked women and girls," a ministry official said.

State governments will be told to keep an eye open for child trafficking victims when they launch their special drives in Chennai, Kolkata, Mumbai and Delhi. The metropolitan cities serve as transits for traffickers, who ferry women from other states and neighbouring countries and sell them into prostitution.

Vigil on smuggled women will also be tightened. Central paramilitary forces, particularly the BSF and the SSB, will be told to step up patrol along the Nepal and Bangladesh borders, since women from these countries are often sold to sex racketeers in India.

American agencies have sanctioned various funds for "training and sensitising" Indians on the problem. The ministry will monitor the use of such funds and plans to send a report to the US ambassador on the measures initiated.

Wish list

STATES
Stop traffickers and recruit voluntary organisations for rehabilitation of women and children

METROS
Launch special drives against traffickers, particularly those who sell minors into the sex trade

PARAMILITARY FORCES
Tighten vigil on the Nepal and Bangladesh borders, through which girls are frequently smuggled

HOME MINISTRY
Monitor spending of US funds for training programmes against trafficking. Inform US about measures planned

PROBLEM AREAS
Bengal, Orissa, Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra

THE HINDUSTAN TIMES 24 MAR 2005

Child trafficking up in S-24 Parganas

Swaati Chaudhury
Baruipur, January 24

SOUTH 24-PARGANAS has become a hotbed of juvenile trafficking. A Kolkata-based voluntary outfit, the Nirman Social Welfare Organisation, revealed this grim trend at a seminar — Awareness and Sensitisation for Prevention of Trafficking — held recently at Baruipur's Piyali Town.

Child traffickers find it easy to operate in the district because of its proximity to Kolkata. They have a free run in easily accessible areas such as Baruipur and Sonarpur, making the children of this area extremely vulnerable. The stark reality that came to light at the January 17 seminar was that this district had the most number of child trafficking cases in West Bengal.

The four-year-old NGO, which works mainly in Baruipur, Canning and Mograhat, not only tries to rescue victims of trafficking but also rehabilitates them. It held the interactive workshop at Baruipur in association with Action Against Trafficking and Sexual Exploitation of Children, to spread awareness about this evil.

"Most minor girls are lured from Jaynagar, Baruipur and Sonarpur railway stations with false promises of job and marriages. Most often these girls land up in brothels in Mumbai and Delhi. The traffickers also target minor boys who become child labours. And the irony is that most instances go unreported at panchayats or police stations. We have received reports of as many as 65 cases of child trafficking from Baruipur last year, of which 60 were girls," said Kamini Kumar Guchhait, project coordinator of the organisation. Many of these victims are taken to towns in Bihar to perform in dance troupes.

To make people in the rural areas aware of child trafficking and ways to combat it, Nirman is hosting video shows. The organisation is also providing counselling to parents and vocational training.

25 JAN 2005 THE HINDUSTAN TIMES

US no to orphan adoption for now

S. Rajagopalan
Washington, January 9

AMID A raging controversy over adoption of tsunami orphans from India and other affected countries, the US authorities have asked American citizens to steer clear of making any moves for the present.

Following concerns over child trafficking by gangs out to make a quick buck, the State Department has made it clear it will not permit adoption of tsunami orphans until the stricken nations make them available for international adoption. US adoption agencies have in recent days been flooded with calls and e-mail messages from citizens wanting to adopt. Just one such agency, Eugene's Holt International Children's Services reported that it was getting 100-plus calls every day.

The high volume has prompted the US Citizenship and Immigration Services to come up with an advisory, stressing it will take the affected nations many months to be in a position to identify children who are actual orphans.

"It is only if and when these countries decide to make these orphans available for international adoption that American citizens will be able to begin adoption proceedings for those children who also qualify as orphans as defined in the Immigration and Nationality Act," it said.

India is one of the few countries with a liberal adoption policy from among the tsunami-hit nations. During 2003, American families received 472 Indian children in adoption. In contrast, only four children could be adopted from Sri Lanka and 72 from Thailand, according to official figures. Indonesia, the nation to bear the brunt of tsunami fury, has the toughest law governing foreign adoptions. It requires prospective parents to live in Indonesia for two years before adopting. Both Sri

Lanka and Indonesia have clamped down on adoptions following reports that some children were being snatched. Private agencies say they are also getting out the message that adoptions would be premature and not in the best interests of the tsunami children. As most children still have relatives, neighbours or friends who can care for them, international adoptions at this time will only compound the children's grief and disorientation, a representative of Holt International said.

Tribals unwilling to part with orphans: Nicobarese tribals in the Andamans and Nicobar Islands are not willing to part with orphaned children of their clan saying the community would bring them up as a collective responsibility. "I have met some of the tribal captains and offered to care of their orphans, but they say that they will take care of their population themselves," Lt Governor Ram Kapse said in Port Blair tonight.

The tribal captains, he said, had told him that villages could take collective responsibility of their children orphaned in the tsunami. "This is such a laudable effort that communities are coming forward to stand by their orphans," Kapse said. The tribes, known to be fiercely protective about their habitat and populations, had a reason to cheer when an Onge couple gave birth to a baby yesterday.

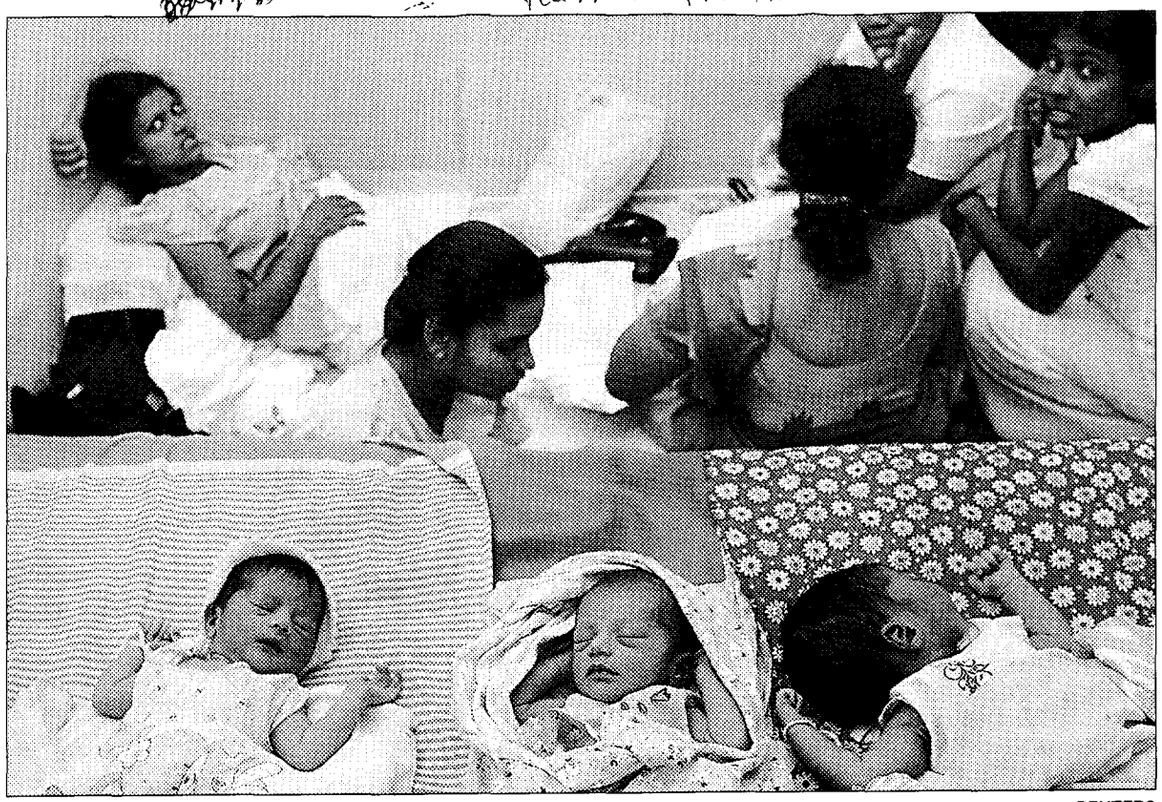

REUTERS

New-born babies share a bed at Karapitiya Hospital near Galle on Sunday, as a pregnant woman is attended to on the floor.

Nagapattinam left without children

Soni Sangwan
Nagapattinam, January 9

SANTHANA KUMAR is 30. His friends had envied his good fortune - he has two wives. But December 26 changed everything. Today his wives are with him, but the five children they had between them are all gone.

Naveen, Sanmathi, Chandru, Saran and Sadhana — the oldest is 10, the youngest a year-old — were among the 300 children that Arya Nattu Street lost to the tsunami. Santhana's family and neighbours on Maravadi Street in Arya Nattu Street locality are the worst hit — these families have lost all their children. Santhana's brother Masilamani also lost his two children. Today, as the family attempts to get back to some semblance of normalcy, there is no sense of purpose. "We have nothing to live for" he says.

Two houses down the road, Saroja and Ram Das grieve their dead child. Further down, Muruganandam and Kalaivani have lost both their children along with Kalaivani's sister who lived with them. So, every family on this street has lost a generation.

At a relief camp set up in a Nagapattinam temple, Santhana sits still as others run after every new lorry that comes in with relief supplies. "I keep seeing the faces of my children," he says, eyes too dry to even weep.

"For the first three days after the tsunami, everyone was in deep mourning here. We thought 500 children had died," says Elango, one of the better-off fishermen. But what had happened was that some people in buses passing through picked up children they found and took them to safety. There days later, about 200 children returned."

THE HINDUSTAN TIMES

10 JAN 2005

Unicef confirms child traffic case

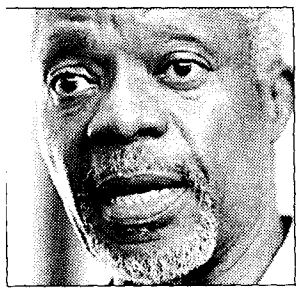

UN secretary-general Kofi Annan in Banda Aceh. (Reuters)

Where are the people, asks Annan after tour

Banda Aceh (Indonesia), Jan. 7 (Reuters): UN secretary general Kofi Annan toured Indonesia's tsunami-ravaged Aceh province today, flying by helicopter to the razed town of Meulaboh, beyond which is a black hole of devastation.

"I must admit I have never seen such utter destruction, mile after mile. You wonder, where are the people?," said Annan on his return to the provincial capital, Banda Aceh.

Meulaboh on the west coast of the island of Sumatra is just 150 km from the epicentre of the undersea earthquake that triggered a tsunami across the Indian Ocean, killing more the 153,000 people from Asia to Africa. The UN estimated that one-third of Meulaboh's 120,000 people were killed when the giant waves ripped through the town on December 26.

"I am deeply overwhelmed with the misery I just saw with my own eyes," said an emotional Tadao Chino, president of the Asian Development Bank who accompanied Annan, along with the leaders of the World Bank and the International Monetary Fund.

But 12 days after the tsunami hit, and with aid merely trickling in to Meulaboh aboard US military helicopters, Annan said survivors were starting to rebuild their lives. "We saw people beginning to pick up the pieces of their lives and that tells us something about the resilience of the human spirit," Annan said.

Jakarta, Jan. 7 (Reuters): The United Nations Children's Fund (Unicef) confirmed a case in Indonesia of trafficking in children orphaned or separated from parents by the Indian Ocean tsunami as ravaged countries were warned to be on high alert for kidnappers.

Reports of children being taken away surfaced soon after the killer waves swamped 13 nations, killing more than 153,000 people and leaving more than a million people injured and homeless. But the Unicef report is the first confirmed case.

The International Organisation for Migration (IOM) also said today that an Indonesian aid agency had reported seven cases of child-trafficking since the December 26 undersea earthquake that sent giant waves crashing ashore across Asia and East Africa.

Birgithe Lund-Henriksen, chief of the Unicef Indonesia child protection unit, said Unicef and Indonesian police had confirmed that a four-year-old boy was taken out of Banda Aceh, the capital of devastated Aceh province, by a couple claiming to be his parents.

Local police were alerted after non-governmental organisations (NGOs) became suspicious when the couple took the child to a hospital in Medan, 450 km southeast of Banda Aceh, she said.

"NGOs grew suspicious when the couple were not consistent in their story," she said, adding they now say they are the boy's neighbours.

Lund-Henriksen said there were other reports of possible child-trafficking cases, including a sighting by an NGO worker of about 100 infants being carried in a speed boat in the middle of the night in Aceh province.

"We're absolutely concerned about trafficking. This is something that existed prior to the earthquake tsunami. And with syndicates in place, it's clear they will take advantage of the chaos that's going on now," she said.

Lund-Henriksen said Medan had long been a departure point for smuggling children out of Indonesia for illegal adoption, forced labour, or work in the sex industry.

The International Organisation for Migration (IOM) warned affected countries to be on high alert against trafficking of orphans or other vulnerable people, adding that it already had child-trafficking experts working in Indonesia, Sri Lanka and Thailand as part of its emergency response to the tsunami.

"To date, actual confirmed cases of human trafficking remain minimal. But we are boosting our counter-trafficking operations and working with governments," IOM spokeswoman Niurka Pinheiro said. Some 250,000 people are trafficked in, out and through the Southeast Asia region each year, according to IOM estimates.

EU refuge

The EU could offer temporary refuge to hundreds of thousands of children affected by the Asian tsunami to help them overcome their trauma, under a proposal by EU commissioner Franco Frattini.

Frattini told Italian newspaper *La Repubblica* he would propose bringing the children to Europe for several months to allow them to recover from the shock and to escape criminal gangs reportedly targeting lone children.

A boy carries a pack of rice distributed by an aid agency at a camp in Banda Aceh, Indonesia. (AFP)

Prince William (left) and Prince Harry help pack aid items bound for the Maldives at a Red Cross depot near Bristol, western England. (AP)

THE TELEGRAPH 8 JAN 2005

ভিড় অনাথাশ্রমে, পাচার রুখতে দত্তক আইন কড়া

নাগাপট্টিনম, ৭ জানুয়ারি: প্রায় দেড় সপ্তাহ আগে সমুদ্রের দানবিক ঢেউ এসে ওলটপালট করে দিয়েছে অর্পিতম, বালমুরুগানের মতো আরও অসংখ্য শিশুর জীবন। নিম্নবিত্ত পরিবারের এই শিশুরা অনেকেই দারিদ্রের চাপে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এখন ওরা চায় লেখাপড়া শিখতে। কিন্তু ত্রাণশিবিরে দু'বেলা খাবার ব্যবস্থা করতেই হন্যে হয়ে ওঠা সরকার এদের ভবিষ্যতের জন্য কতটা কী করতে পারবে তা কে বলবে।

এই ছবিটা নাগাপট্টিনম থেকে কাড্ডালোর, বান্দা আচে থেকে শ্রীলঙ্কার প্রত্যন্ত গ্রাম, প্রায় সর্বত্রই এক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুনামি বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় অনাথআশ্রমগুলিতে এখন দারুণ ব্যস্ততা। সুনামিতে স্বজন হারানো অসংখ্য শিশু ভিড় করেছে অনাথআশ্রমে। অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা ছাপিয়ে যাচ্ছে প্রার্থীদের তালিকা। তার ফলে এই শিশুদের ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে সরকারের পক্ষে।

প্রশাসনের চিন্তা বাড়িয়েছে বিপর্যয়ের ফসল অসংখ্য অনাথ শিশু। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, তাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার মতো সুনামি বিপর্যস্ত দেশের প্রায় ৫০ হাজার স্বজন হারানো শিশুকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নেওয়া এখন সংশ্লিষ্ট সরকার ও আন্তর্জাতিক মহলের কাছে অন্যতম কাজ। এই শিশুদের রক্ষা করতে দত্তক আইন কড়া করেছে তাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া। শ্রীলঙ্কা সাময়িক ভাবে দত্তক নেওয়া নিষিদ্ধ করেছে।

ইন্দোনেশিয়া ও তাইল্যান্ডে খোলাখুলি শিশুপাচার হচ্ছে। বান্দা আচেতেই অনাথ হয়ে পড়েছে প্রায় ৩৫ হাজার শিশু। এদের অনেকেরই বয়স ও লিঙ্গ জানিয়ে তাদের বিক্রি করার বিজ্ঞাপন আসছে মোবাইল ফোনে।

ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে এই বিপর্যস্ত শিশুদের দত্তক নেওয়ার জন্য প্রচুর আবেদন আসলেও এখনই এদের দত্তক নিতে নিষেধ করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন। কারণ এখনও নিখোঁজ শিশুদের খোঁজে প্রচুর আত্মীয় ও অভিভাবকেরা ভিড় করছেন পুলিশ প্রশাসনের কাছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিও এই শিশুদের তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দিতেই আগ্রহী। এই বিপর্যস্ত শিশুদের প্রয়োজনে সাময়িক আশ্রয় দিতে প্রস্তুত ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এখন এদের পরিচিত পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে তার প্রভাব ভাল হবে না বলে মনোবিদদের ধারণা। —পি টি আই

ANADABAZAR PATRIKA 8 JAN 2005